ইউনিট ৮
বিদ্যালয় ও সমাজ

ইউনিট ৮ বিদ্যালয় ও সমাজ

মানুষ সামাজিক জীব। বিদ্যালয় মানুষের তৈরি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের জন্ম। মানুষের আদিম সমাজ ছিল সরল ও সহজ। তখন সমাজের সকল সদস্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিশু সামাজিক হয়ে উঠত। বর্তমানে সমাজ জটিল হয়ে পড়েছে। তাই সামাজিক হতে হলে মানুষকে অনেক গুণের অধিকারী হতে হয়। এ সকল গুণ অর্জনে সহায়তার জন্য সমাজ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয় একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ না হলেও এটি একটি আদর্শ সমাজ। এখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভবপর নয়। তাই বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ হল সমাজের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটানো এবং সমাজের ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্য শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বিশেষ। বস্তুত সমাজ তার এ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করেছে। সমাজ সংরক্ষণ ও তার প্রগতির ধারাকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তাই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিবিড়। এ সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে এ ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই ইউনিটকে চারটি পাঠে বিভক্ত করেছি।

পাঠ ৮.১ বিদ্যালয় ও সমাজ ঃ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ‘সমাজ ও বিদ্যালয় পরস্পর নির্ভরশীল’ - এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও বিকাশে সমাজের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ দিকগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।

বিদ্যালয় ও সমাজ

বিদ্যালয় সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে এর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আদি যুগে যখন সমাজের সুস্পষ্ট রূপ ছিল না তখন আধুনিক বিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েনি। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানা ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় বর্তমানে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। সৃষ্টি ও বিকাশ উভয় দিক দিয়েই বিদ্যালয় সমাজের উপর নির্ভরশীল। তাই বিদ্যালয় তার পারিপার্শ্বিক সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সে সমাজের গভীর প্রভাব তার উপর পড়ে।

বিদ্যালয় সমাজের চাহিদা পূর্ণ করবে - এ দাবী সর্বজনীন। বিদ্যালয়ের গঠন, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সব কিছুই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে তাও সমাজ নির্ধারণ করে দেবে। শিক্ষা ব্যক্তির কতখানি প্রয়োজন মেটাবে, সমাজের স্বার্থ কতখানি সংরক্ষণ করবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের কতখানি সমন্বয় সাধন করবে -এ সব কিছু নির্ধারণ করবে সমাজ। তাই বলা যায় যে, একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি সমাজ সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের আধিবাসীদের মৌলিক বিশ্বাস ও জীবন-দর্শনে পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে শিক্ষার বিভিন্ন সমাজে শিক্ষা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও পার্থক্য ঘটেছে। মনীষীগণ যুগে যুগে ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তাই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যালয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক দেশে বিদ্যালয়গুলো সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়। দু’টি ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা একমাত্র

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্ভব হয়ে থাকে। শিক্ষাবিদ ডিউই-এর মতে উভয় ভাবধারার মধ্যে সমতা বজায় রাখা সম্ভবপর একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিচের দিকগুলো বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে ঃ

বিবেচ্য দিকসমূহ

- **সমাজের প্রবহমান ধারায় ভাবী নাগরিক**

একটি সমাজ তার ভাবী সদস্যদের মধ্য দিয়ে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ধারায় এক পুরুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়। বস্তুত এ সঞ্চালন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এ গুরুদায়িত্বটি পালন করে বিদ্যালয়। কাজেই সমাজের অগ্রযাত্রায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা তাৎপর্যবহ।

- **সমাজের গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ**

বিদ্যালয় শুধু সমাজের পুরানো অভিজ্ঞতাগুলোই সংরক্ষণ করে না। বিদ্যালয় মানুষের নতুন নতুন চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাচীন অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে। এর ফলে সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন সমাজকে গতিশীলতা দান করে। আর এ গতির মধ্যেই সমাজের প্রগতি। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যালয় শুধু সমাজ জীবনের অস্তিত্বকেই ধরে রাখেনি, তার অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারাকেও নিশ্চিত করেছে।

- **সমাজ সংস্কার ও নবতর ভাবধারার উদ্বোধন**

বিদ্যালয়ের কাজ সমাজ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মধ্যেই সীমিত নয়, তাকে সমাজে সংস্কার এবং নবতর ভাবধারার উদ্বোধন করতে হয়। সমাজ একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান বলেই প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত নানা বিধি-বিধান তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলছে। তাই প্রয়োজন হচ্ছে নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু সমাজে গ্রহণ ও বর্জন সহজে ঘটে না। অনেক সময় কিছু সাময়িক বিধি ও বিধান মানুষের সংস্কারে পরিণত হয়। তাই জীবন অনেক শুষ্ক আচারের অন্তরালে স্থবির হয়ে পড়ে। তখন প্রয়োজন হয় উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের এবং জীবনের সচল ধারাকে অব্যাহত রাখা। এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। একমাত্র বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই এ কাজটি করা সম্ভবপর। তাই বিদ্যালয় সমাজকে নবতর জীবনবোধে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নবতর জ্ঞানের সংযোজন ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়েই এই উজ্জীবন ঘটে।

- **সমাজ সংগঠনে বিদ্যালয়**

যে কোন সংগঠনে কতকগুলো নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান এ নীতি ও পদ্ধতির সন্ধান দিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়গুলোর পঠন ও পাঠন হয়ে থাকে। তাই বলা চলে যে, সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্বও বহুলাংশে এসে বর্তায় বিদ্যালয়ের ওপর। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় সমাজ সংগঠনকে উপযোগী করে তোলে বিদ্যালয়। এখানে যে মানবমনীষার স্ফূরণ ঘটে তা পরবর্তীকালে সমাজ-দিশারীর ভূমিকা পালন করে।

- **সমাজ ও বিদ্যালয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা**

বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বস্তুত বিদ্যালয় ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল। বিদ্যালয় যেমন সমাজের কাজ করে সমাজও তেমন বিদ্যালয়ের কাজ করে। বিদ্যালয় তার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমাজের উপর প্রভাব ফেলে, সমাজও তার আদর্শ ও নির্দেশনা দ্বারা বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করে। এ জন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী বিদ্যালয় ও সমাজের এ সম্পর্ককে একটা দ্বিমুখী পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর এক দিক থেকে বিদ্যালয়ে সমাজের ভাবধারার প্রবেশ ঘটে এবং অন্য দিক দিয়ে সমাজের ভাবধারা বিদ্যালয়ে সংক্রমিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বিভিন্ন সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের কারণ কি?
   ক. ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
   খ. সমাজের রূপের পার্থক্য
   গ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা
   ঘ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

২. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কি?
   ক. ব্যক্তিস্বার্থ
   খ. প্রতিবেশীর স্বার্থ
   গ. সমাজের স্বার্থ
   ঘ. দলীয় স্বার্থ

৩. ব্যক্তির সুষম বিকাশের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয় কোথায়?
   ক. আদর্শ রাষ্ট্রে
   খ. গণতান্ত্রিক সমাজে
   গ. ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে
   ঘ. ধনতান্ত্রিক সমাজে

৪. সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় কি?
   ক. সমাজের ভাল কাজ প্রচার করে
   খ. সমাজের ভাল মানুষগুলোর জীবনী লিখে
   গ. সমাজের মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করে
   ঘ. সমাজের দুষ্ট লোকদের দমন করে

৫. সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটে কেন?
   ক. নতুন লোক জন্মগ্রহণ করার ফলে
   খ. প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করার ফলে
   গ. সমাজের নেতৃবৃন্দ ভাল কাজ করার ফলে
   ঘ. নতুন চিন্তাধারা সংযোজনের ফলে

৬. প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার অর্থ কি?
   ক. নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ গ্রহণ করা
   খ. পুরাতন আচারের নবায়ন করা
   গ. শিক্ষার কাজ যুব সমাজের ওপর অর্পণ করা
   ঘ. ব্যক্তির মূল্যবোধ পরিবর্তন করা

৭. সমাজ পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার উৎস কি?
   ক. বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড
   খ. সমাজের নেতা
   গ. জীবন দর্শন
   ঘ. সমাজের বিজ্ঞজন

৮. বিদ্যালয় ও সমাজকে কেন দ্বিমুখী পথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
   ক. গৃহ ও বিদ্যালয়ের ভাবধারায় সংমিশ্রণের জন্য
   খ. সমাজের একদিকে বিদ্যালয় ও অন্যদিকে বাড়িঘর থাকার জন্য
   গ. সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবধারার আদান প্রদানের জন্য
   ঘ. বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাজ সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য

পাঠ ৮.২ বিকাশমান শিশু ঃ বিদ্যালয় ও সমাজ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিকাশমান শিশুর জীবনে বিদ্যালয় ও সমাজের ভূমিকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের প্রগতি কিসের উপর নির্ভরশীল তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয় ও সমাজের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবেন।

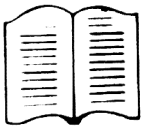

শিশুর বিকাশে সমাজ ও বিদ্যালয়

শিশু সমাজের একজন সদস্য এবং বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। সুতরাং শিশুর সুষম বিকাশের জন্য বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ট ও হৃদতাপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কেননা উভয়ের সহযোগিতা ছাড়া শিশুর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। শিশু বিদ্যালয়ে মার্জিত আচরণ শিক্ষালাভ করে। ঐ আচরণ ও অভ্যাসগুলো স্থায়ী হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। বাড়ির পরিবেশে যদি প্রতিকূল হয় তাহলে বিদ্যালয়ে অর্জিত অভ্যাস ও আচরণ সুসংহত হতে পারে না। আবার বাড়িতে বড়দের নিকট থেকে অর্জিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি বিদ্যালয়ে অনুকূল পরিবেশ না পেলে স্থায়িত্ব লাভ করে না। শিশুর সুশিক্ষার খাতিরে বিদ্যালয় ও সমাজের সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাব যেমন কার্যকর মানুষের উপরও পরিবেশের প্রভাব তেমন সুদূর প্রসারী। সুতরাং শিশুর শিক্ষার জন্য উভয়েরই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়া আবশ্যক।

আমরা জেনেছি যে, শিশুর সুশিক্ষার জন্য সব সময় বিদ্যালয় ও সমাজে সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। বিভিন্ন ভাবে এ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক স্থাপনের উপায়

- **অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক**

শিশুর শিক্ষায় মা-বাবা বা অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য অভিভাবকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট হবে। বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাবে, তাদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ করবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন করা উচিত। তাছাড়া বছরে কয়েকবার বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস, মা-বাবা দিবস উদ্‌যাপন করা যায়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও মা-বাবা ও অভিভাবক এবং সমাজের নানা স্তরের লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো যায়।

- **বক্তৃতা প্রদান**

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সমাজের জ্ঞানী-গুণী লোকদের ডেকে আনা যায়। তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হতে পারে।

- **সমাজসেবামূলক সমিতি গঠন**

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সমিতি যেমন - বয়স্ক শিক্ষা সমিতি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমিতি গঠন করতে পারেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্যও এরূপ সমিতি গঠন করা যায়। এ সকল সমিতির কাজে অভিভাবক ও বিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তারা সমিতির কাজ চালাতে পারেন।

- **প্রগতি পত্র**

বিদ্যালয় বছরে কয়েকবার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগতি পত্র অভিভাবকের নিকট পাঠাতে পারে। ঐ প্রগতি পত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির বিবরণ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আচরণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিকের বিবরণ থাকবে। এর মাধ্যমে অভিভাবকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক গাঢ়তর হবে।

- **সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র**

বিদ্যালয়কে কম্যুনিটি লার্নিং সেন্টার বা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা অতি আধুনিক। এ পরিকল্পনার অধীনে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ছাড়া সমাজের লোকেরা সকালে, বিকালে ও রাতে বিদ্যালয়কে কোন শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র, খেলাধুলার স্থান কিংবা আলোচনা ও সভার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এভাবে বিদ্যালয় এলাকার যুবক, বয়স্ক মহিলা ও বিভিন্ন পেশার লোকেরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা করতে পারেন।

- **বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি**

এ কমিটিতে কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এ কমিটি ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

- **প্রদর্শনী**

বার্ষিক পরীক্ষার শেষে বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোন কোন বিদ্যালয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। এ প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, মানচিত্র, হাতে তৈরি নানা প্রকার মডেল, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি থাকে। অভিভাবক ও জনসাধারণ এ ধরনের প্রদর্শনীতে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এর মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সমাজের লোকেরা আগ্রহশীল হয়।

- **প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার**

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অভিভাক ও জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রত্যহ বিদ্যালয়ে একটা সময় নির্ধারিত করে রাখবেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন উপায়ে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক দৃঢ়তর করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করার উত্তম উপায় কি?
   ক. বিদ্যালয়ে সমাজনেতাদের সভা আহবান করা
   খ. বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের আগমন
   গ. শিক্ষকের শিক্ষার্থীর বাড়ি গমন
   ঘ. বিদ্যালয়কে কম্যুনিটি লার্নিং সেন্টার করা

২. বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি যোগসূত্র রক্ষা করতে পারে-
   ক. ছাত্র ও তাদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে
   খ. বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সঙ্গে
   গ. বিদ্যালয় ও সমাজের সঙ্গে
   ঘ. ছাত্র ও সমাজের সঙ্গে

৩. বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে-
   ক. শিক্ষামূলক আলোচনা সভার আয়োজন
   খ. নিয়মিত শিক্ষা প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা
   গ. বিদ্যালয়ের প্রচার পুস্তিকা বিতরণ
   ঘ. অভিভাবকবৃন্দকে চা চক্রে আমন্ত্রণ

৪. শিশুর পাঠোন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে অভিভাবকের কি করা উচিত?
   ক. সারা বছর ভালো গৃহ শিক্ষক রাখা
   খ. শিশুকে পাঠে মনোনিবেশে ক্রমাগত তাগিদ দেওয়া
   গ. প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষককের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা
   ঘ. বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করা

পাঠ ৮.৩ বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমাজ চেতনা ও সামাজিক গুণাবলী বিকাশের উপায়সমূহ নির্দেশ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংহতি রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগানোর কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ

শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমাজে সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সে সমাজের রূপ সম্পর্কে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলা হয়। কেননা সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্র অবয়বে ধরা পড়ে বিদ্যালয়ে। শিশুর সুশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়রূপী ক্ষুদ্র সমাজকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ে সমাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত করতে হলে নানাবিধ যৌথ কর্মতৎপরতা গ্রহণ করতে হবে। সম্মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা জাগানো যেতে পারে। এরূপ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহযোগিতা, সহানুভূতি, আনুগত্য, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলো আয়ত্ত করতে পারবে। খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনা, বিতর্ক সভা, অভিনয়, শিক্ষা-ভ্রমণ, সমাজ সেবা, ক্লাব কার্যাবলী প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একাত্মতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। বিদ্যালয়ে এমন কতকগুলো কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা পরস্পর একগোষ্ঠীভূত বলে মনে করে এবং এক অন্যের অনুভূতির অংশীদার হতে পারে। বিদ্যালয়ের পতাকা, জাতীয় সংগীত, বিদ্যালয় সংগীত, দৈনিক সমাবেশ ও বিদ্যালয় পোশাক সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির উত্তম উপায়। দেখা গেছে, প্রতিদিন আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করার আগে বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিতি সমাবেশ পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রতি একাত্মতা সৃষ্টিতে অধিক সহায়ক।

শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজচেতনা জাগানোর জন্য বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জন ডিউই-এর মতে গণতান্ত্রিক পরিবেশই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ে সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে।

বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক হবে। ছাত্র-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্তকাজ সম্পন্ন করার ফলে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, সামাজিক চেতনা ও অন্যান্য গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা আধুনিক সমাজ এবং জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক হবে সহজ ও স্বাভাবিক। শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব শিক্ষক ও ছাত্রের স্বাভাবিক মেলামেশা ও সুসংহত বিদ্যালয় সমাজ গঠনের পরিপন্থী। তাই বিদ্যালয়ের সকল কর্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষক সহানুভূতিপূর্ণ পথপ্রদর্শক ও বন্ধু হিসেবে কাজ করবেন, শাসক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে নয়।

বিদ্যালয়কে বৃহত্তর জীবনের প্রতিরূপ করে গড়ে তুলতে হলে যে সকল কাজ সমাজ জীবনের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সেগুলো বিদ্যালয় কার্যক্রমের অঙ্গীভূত করতে হবে। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন, জনস্বার্থের নিয়ম-নীতি মেনে চলা, বিপদ ও দুর্ঘটনায় সাধ্যমত একে অপরকে সাহায্য করা, সচেতনভাবে নাগরিক দায়িত্ব পালন করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রভৃতি সামাজিক আচরণগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখাতে হবে। পোস্টঅফিস, গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রজেক্টগুলো উন্নত সমাজ জীবন গঠনের প্রশিক্ষণে বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিরূপ বলা হয় কেন?
   ক. সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্র আকারে বিদ্যালয়ে ধরা পড়ে
   খ. শিশু বিদ্যালয়ে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে
   গ. বিদ্যালয়ে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান হয়
   ঘ. সমাজ বিদ্যালয় স্থাপন করে

২. সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটার কারণ কোন্‌টি?
   ক. উন্নত চিন্তাধারার সংযোজন
   খ. সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ব্যবহার
   গ. যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা
   ঘ. নতুন লোকের জন্মগ্রহণ

৩. বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায়?
   ক. শিক্ষকদের পরামর্শে বিদ্যালয় পরিচালনা করা
   খ. বিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্র প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা
   গ. শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা
   ঘ. বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত করা

৪. কোন্‌টি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি একাত্মতা বৃদ্ধির জন্য অধিক কার্যকর?
   ক. আন্তঃশ্রেণী খেলাধুলার ব্যবস্থা করা
   খ. দৈনিক সমাবেশের পর বিদ্যালয়ের কাজ শুরু
   গ. দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন
   ঘ. আন্তঃশ্রেণী বক্তৃতা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করা

৫. বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সমাজের জ্ঞানী-গুণীদের আহবান করে আনলে কি উপকার হয়?
   ক. শিক্ষার্থী অনেক কিছু জানতে পারে
   খ. শিক্ষকদের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে
   গ. সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়
   ঘ. শিশু গুণী ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়

পাঠ ৮.৪ বিদ্যালয় ও সমাজকল্যাণ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সমাজ জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং
- সমাজের মিলন কেন্দ্র কি তা জানতে পারবেন।

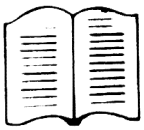

বিদ্যালয় ও সমাজকল্যাণ

সমাজ জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কেননা সমাজ জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে বিদ্যালয় সৃষ্ট। শিক্ষাবিদ ডিউই বলেছেন - শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। তাঁর কাছে জীবন ও শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের দেশটি কৃষিপ্রধান। এখানে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করে। এদের সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা শহর জীবন থেকে আলাদা। শহর আর গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সমস্যা আলাদা, বলেই শহরের বিদ্যালয় থেকে গ্রামের বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং সমস্যা ও ভিন্ন প্রকৃতির হবে।

সমাজের প্রয়োজন বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। সুতরাং সমাজের উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় কাজ করবে। এটাই আকাঙ্ক্ষিত এবং স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় তার এ ভূমিকা পালন যথাযথভাবে পালন করছেনা। ফলে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলা আবশ্যক। তাই বিদ্যালয়ে পুঁথিগত জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে নজর রাখতে হবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলোর যে সামাজিক দায়িত্ব আছে তা পালনের কাজটি বাস্তবে রূপায়িত করা আবশ্যক। উন্নত দেশের বিদ্যালয়গুলো সেসব দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট অবদান রাখে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোরও উচিত সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা। নিচে বিদ্যালয় গ্রহণ করতে পারে এরূপ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ

• পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

বিদ্যালয় বিভিন্ন সমাজ উন্নয়মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সহজে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয় গৃহ ও চত্বর, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। ছাত্রছাত্রীরা পরিকল্পনা মাফিক সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় ও আশপাশের আগাছা কেটে ফেলা, নর্দমা ও খাল পরিষ্কার করা, বিদ্যালয় চত্তরে বা আশপাশের মজা পুকুর পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক তারা মাসে একদিন বা বছরে কয়েকদিন গ্রামে বেরিয়ে পড়তে পারে এবং গ্রামের লোকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা অভিযান কাজে সহযোগিতা করতে পারে। এভাবে তারা গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়ম কানুনগুলো শিখতে এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাদি অবগত হতে সাহায্য করতে পারে।

গ্রামের লোকেরা অপরিষ্কার ও দূষিত পানি ব্যবহার করে রোগাগ্রস্ত হয়। তাদের সে সম্পর্কেও জ্ঞান দিতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সাধারণ নিয়মকানুন ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করা বিষয়ে শিক্ষাদান এবং এ সকল কার্যক্রম দ্বারা কি রূপে ছোট ছেলেমেয়েদের সাধারণ রোগের হাত থেকে বাঁচান যায় সে শিক্ষাও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গ্রামবাসীদের দিতে পারে।

• বৃক্ষরোপণ অভিযান

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন মেটাতে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে বন-জঙ্গলের পরিমাণ

প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এতদ্সত্ত্বেও গ্রামে গাছপালা নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে এবং কোন কোন এলাকায় মরুকরণ শুরু হয়েছে। এ অবস্থার প্রতিরোধ করা একান্তভাবে আবশ্যক। এ জন্য দেশের সর্বত্র বিশেষ করে বিদ্যালয় ও বাড়ির আশ-পাশ, রাস্তার দু'ধারে এবং পতিত জায়গায় গাছপালা লাগান দরকার। প্রতি বছর সরকার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু কাম্য সুফল পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে বিদ্যালয় চত্বরে গাছ লাগাবেন। তাছাড়া গ্রাম এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসাধারণকে নির্বিচারে গাছ কাটার কুফল এবং গাছ লাগানোর সুফল সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। গাছাপালা আমাদের খাদ্য, ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের কাঠ, জ্বালানী সরবরাহ করে এবং আরও বহু উপায়ে আমাদের উপকারে আসে। এ সকল কথা বুঝতে পারলেই লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গাছ লাগাবে।

- **শাকসবজি ও ফলের চাষ**

বিদ্যালয় চত্বরে শাকসবজি ও ফলের বাগান করা যেতে পারে। এ বাগানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেরা কাজ করবেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এ সকল ফলমূল ও শাকসবজি চাষের দ্বারা কৃষি সম্পর্কিত আবশ্যকীয় ব্যবহারিক ও বাস্তব জ্ঞান লাভ ছাড়াও এদের পুষ্টিগত মূল্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এ সকল কাজে শিক্ষার্থীদের সঠিক ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় ফলমূলক ও শাকসবজির চাষ করতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন মৌসুমে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামে বেরিয়ে পড়তে পারে। তারা গ্রামে গিয়ে লোকজনদের ফলের গাছ লাগান ও শাকসবজি চাষের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

- **খাদ্যাভাস ও পুষ্টিজ্ঞান**

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর উপাদান ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা অনেক সময় খাদ্যের অভাবে নয়, খাদ্যাভাস ও পুষ্টিজ্ঞানের অভাবে রোগগ্রস্ত হয়। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে শিশুরা অন্ধ হয়ে যায়, এ জ্ঞান না থাকায় অনেক অভিভাবক তাঁদের শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না। অনেক ফল-মূল ও শাক-সব্জিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে সে কথা অনেকে জানে না। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে পারে। সঠিক রন্ধন প্রণালী না জানায় অনেক মূল্যবান খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। সে সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞান দান করা আবশ্যক। তাছাড়া গ্রামের লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, খাদ্য ব্যাপারে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টির জন্য ঐগুলো দূর করা আবশ্যক। বিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে।

- **জনসংখ্যা শিক্ষা**

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অথচ এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, কর্মসংস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের জন-জীবন বিপর্যস্ত। তাছাড়া জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে জনসংখ্যা পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যার ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে বিদ্যালয় একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

- **নিরক্ষরতা দূরীকরণ**

আমাদের দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত নিম্ন। নিরক্ষরতা আজকের দিনে উন্নয়নের একটা বড় রকমের প্রতিবন্ধক। নিরক্ষরতা একটা সামাজিক অভিশাপও বটে। নিরক্ষরতা মানুষকে তার স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে। জাতীয় আয় ও সম্পদের নিরিখে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান নিচের সারিতে। আমাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র

২৩৫ মার্কিন ডলার। অনেকের প্রকৃত আয় মাত্র দশ ডলার বা আরও কম। আমাদের দেশে প্রায় ৭০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয়ের একটা নিকট সম্পর্ক দেখা যায়। সাধারণভাবে শিক্ষিত চাষীর জমিতে উৎপাদনের হার অধিক। শিক্ষিত শ্রমিক তার অশিক্ষিত সহযোগীর চেয়ে অধিক উৎপাদন করে থাকে। শিক্ষার প্রসার ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

বিদ্যালয় তার সহশিক্ষাক্রমিক কর্মসূচি হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ নিতে পারে। বিদ্যালয়ের আশ-পাশের বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীগণ একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া জরুরী কর্মসূচি গ্রহণ করে ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতিবেশী নিরক্ষদের সাক্ষর করে তুলতে পারে। এ জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের একটা বুনিয়াদ তৈরি করা যায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে।

- **শিল্পশিক্ষা**

আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে এখনও বিষয়কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষিত লোকেরা শ্রমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগাতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্মমুখী শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটে এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

আমাদের বিদ্যালয়সমূহের কর্মমুখী শিক্ষার বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে দর্জির কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, পাটের কাজ, লোহার কাজ, চামড়ার কাজ, ঘড়ি, কলম, রেডিও এবং টেলিভিশন মেরামত কাজ, সাবান তৈরি, নারিকেল ছোবড়া থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি, ইট তৈরি, গাড়ি মেরামত, আসবাবপত্র তৈরি, কালাই ও টিনের কাজ ইত্যাদি শিল্পশিক্ষা দেওয়া যায়।

আমাদের সরকার গ্রামের কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছেন। এ ধরনের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের শিল্পবিষয়ক ট্রেডে তথা কারিগরী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু ছাত্রছাত্রীগণই নয়, গ্রামের লোকেরাও অবসর সময়ে এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে। এভাবে কোন একটা শিল্পের ওপর কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের একটা ঘনিষ্ট যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।

- **সমাজের মিলনকেন্দ্র রূপে বিদ্যালয়**

বিদ্যালয় স্থানীয় সমাজের লোকজনদের মিলনকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পরে। গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্লাব বা সমিতি গঠন করতে পারেন। তাঁরা বিদ্যালয়ের একটা কক্ষ তাঁদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সেখানে তারা সন্ধ্যার পর বা অবসর সময়ে একত্রিত হয়ে নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে তা দূরীকরণে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তাঁরা বিভিন্ন ক্লাব বা সমিতির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে পারেন। সেখানে খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকা পড়তে পারেন, রেডিও শুনতে পারেন, টেলিভিশন দেখতে পারেন কিংবা খেলাধুলা করতে পারেন। গ্রামের লোকেরা অনেক সময় উদ্দেশ্যহীন গাল-গল্প করে সময় নষ্ট করেন। তাঁরা যদি ঐ ক্লাব বা সমিতির সদস্য হন তা হলে উপযুক্তভাবে সময় কাটানোর সুযোগ লাভ করতে পারেন। ঐ সকল ক্লাব বা সমিতির উদ্যোগে নানা বিষয়ের উপর সেমিনার ও আলোচনা সভার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ক্লাবগুলো তাদের পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর মাঝে মাঝে আলোচনা সভায় মিলিত হতে পারেন। যেমন - কৃষকেরা কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রণালী, উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, কীটপতঙ্গ দমন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ডাকতে পারেন। ঐ সভায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের বিশেষজ্ঞ আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। এভাবে বিদ্যালয় স্থানীয় সমাজের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. সামাজিক মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীর সুস্থ ও স্বাভাবিক বাড়নের জন্য কি প্রয়োজন?
   ক. সমাজ ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক
   খ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক
   গ. বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক
   ঘ. অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক

২. গ্রাম ও শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় না কেন?
   ক. এদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক প্রবণতা একরূপ নয়
   খ. এদের শারীরিক ও মানসিক বাড়ন একরূপ নয়
   গ. এদের অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়
   ঘ. এদের পরিবেশ ও সমস্যা এক নয়

৩. সমাজ উন্নয়নে বিদ্যালয় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছেনা কেন?
   ক. আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির অনুপস্থিতি
   খ. তাত্ত্বিক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান
   গ. ছাত্রছাত্রীদের কাজে স্বাধীনতার অভাব
   ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনিচ্ছা

৪. বিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব প্রধানত কিভাবে পালিত হতে পারে?
   ক. সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজ পাঠ বিষয়টি শিক্ষা দিয়ে
   খ. অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে
   গ. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে
   ঘ. শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন করে

৫. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্বাধিক সহায়ক কোন্‌টি?
   ক. ডাক্তার ও নার্সদের সহায়তা
   খ. রোগের লক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান
   গ. স্বাস্থ্যবিধি ও সম্পর্কিত জ্ঞান
   ঘ. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা

৬. কিভাবে গাছপালা মানুষের জীবনকে প্রভাবন্বিত করে?
   ক. খাদ্যশস্য, ফলমূল ও পরিধেয় উপাদান সরবরাহ করে
   খ. প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে
   গ. ঘরবাড়ির জন্য কাঠ জ্বালানী সরবরাহ করে
   ঘ. উপরের সব কয়টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৮

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'বিদ্যালয় ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল' - আলোচনা করুন।
২। বিকাশমান শিশুর জীবনে বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক ভূমিকা নির্ণয় করুন।
৩। বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র পরিসর বলা হয় কেন? আলোচনা করুন।
৪। বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা — ইউনিট ৮

পাঠ ৮.১

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ক ৮. গ

পাঠ ৮.২

১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. গ

পাঠ ৮.৩

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ

পাঠ ৮.৪

১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ঘ